# চার্বাক দর্শন

১। চার্বাক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উঃ কেউ কেউ বলেন ঋষি বৃহস্পতি, আবার কেউ বলেন চার্বাক মুনি, কোন কোন মতে অজ্ঞাত।
২। চার্বাক সম্প্রদায় কয়ভাগে বিভক্ত এবং কি কি ?
উঃ চার্বাক সম্প্রদায় তিনভাগে বিভক্ত। তা হল :
ক) বিতণ্ডাবাদী, খ) ধূর্ত, গ) সুশিক্ষিত
৩। চার্বাকমতে প্রমার শর্তগুলি কি কি ?
উঃ জ্ঞানটি সত্য হবে, সংশয় ও বিপর্যয়হীন হবে ও জ্ঞানটি অনধিগত হবে।
৪। চার্বাক দর্শন আস্তিক না নাস্তিক দর্শন ।
উঃ চার্বাক দর্শন নাস্তিক দর্শন।
৫। চার্বাক দর্শন বস্তুবাদী না ভাববাদী দর্শন ।
উঃ চার্বাক দর্শন বস্তুবাদী দর্শন।
৬। চার্বাকগণ কয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন ও কি কি ?
উঃ চার্বাকগণ একটি প্রমাণ স্বীকার করেন - প্রত্যক্ষ।
৭। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ কি ?
উঃ চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ হল সম্যক ও অপরোক্ষ অনুভব।
৮। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন কেন ?
উঃ যেহেতু প্রমার তিনটি শর্ত (জ্ঞান সত্য, সংশয় ও বিপর্যয় শূন্যে এবং অনধিগত) প্রত্যক্ষে থাকে, তাই চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।
৯। চার্বাকরা অনুমান প্রমাণ স্বীকার করেন না কেন ?
উঃ চার্বাকমতে অনুমানের মূল ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান, যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব নয়, তাই ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্ভর অনুমান প্রমাণ নয়।
১০। চার্বাকমতে শব্দ প্রমাণ নয় কেন ?
উঃ চার্বাকমতে আপ্তব্যাক্তির বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে। কিন্তু কোন ব্যক্তি আপ্ত কিনা তা অনুমান করে জানতে হয়। যেহেতু অনুমান প্রমাণ নয়, সেহেতু শব্দও প্রমাণ হতে পারে না।
১১। বেদ সম্পর্কে চার্বাকদের অভিমত কি ?
উঃ চার্বাকমতে বেদ অপ্রমাণ। কারণ বেদ ধূর্ত, ভণ্ড ও নিশাচর ব্রাহ্মণের রচনা। এছাড়া বেদে কতগুলি অশ্লীল ও অর্থহীন শব্দের ব্যবহার আছে। তাই বেদ প্রমাণ হতে পারে না।
১২। চার্বাকদের নাস্তিক শিরোমণি বলা হয় কেন ?
উঃ যেহেতু চার্বাকগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ ইত্যাদি কোন কিছুই স্বীকার করেন না, তাই চার্বাকদের নাস্তিক শিরোমণি বলা হয়।
১৩। চার্বাকদের কার্য-কারণতত্ত্বের নাম কি ?
উঃ চার্বাকদের কার্য-কারণতত্ত্বের নাম স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদ।
১৪। চার্বাকসম্মত জগতের চরম বা মূল উপাদান কি কি ?
উঃ পৃথিবী, জল, আগুন ও বায়ুর প্রত্যক্ষযোগ্য স্থুল অনু।
১৫। চার্বাক স্বীকৃত পুরুষার্থগুলি কি কি ?
উঃ চার্বাকদের মতে কাম হল পরম পুরুষার্থ, আর অর্থ হল গৌণ পুরুষার্থ।
১৬। চার্বাকদের মতে মোক্ষ কথাটির অর্থ কি ?
উঃ চার্বাকদের মতে মোক্ষ কথাটির অর্থ হল জীবনের পরিসমাপ্তি।
১৭। চার্বাক দর্শনের অপর নাম কি ?

উঃ চার্বাক দর্শনের অপর নাম হল লোকায়ত দর্শন। বার্হস্পত্য দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়।
১৮। চার্বাক অধিবিদ্যা কি নামে পরিচিত ?
উঃ চার্বাক অধিবিদ্যা জড়বাদ নামে পরিচিত।
১৯। চার্বাক কোন মহাভূতটি অস্বীকার করে ?
উঃ চার্বাক আকাশ নামক মহাভূতটি অস্বীকার করে।
২০। চার্বাক আকাশ নামক মহাভূতটিকে অস্বীকার করে কেন ?
উঃ চার্বাক আকাশ নামক মহাভূতটি অস্বীকার করে, কারণ আকাশ প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে।
২১। চার্বাক নীতিতত্ত্বের মতবাদটির নাম কি ?
উঃ চার্বাক নীতিতত্ত্বের মতবাদটির নাম আত্মসুখবাদ।
২২। চার্বাক দর্শনের সূত্রকার কে ?
উঃ চার্বাক দর্শনের সূত্রকার হলেন মাধবাচার্য।
২৩। অনুমান হল নিছক অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া - এটি কোন্ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ ?
উঃ এটি চার্বাক সম্প্রদায়ের মতবাদ।
২৪। চার্বাক দর্শনের প্রমাণ্য গ্রন্থের নাম কি ?
উঃ চার্বাক দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম সর্বদর্শন সংগ্রহ।
২৫। চার্বাক শব্দের অর্থ কি ?
উঃ চার্বাক শব্দের অর্থ হল মনোরম কথা।
২৬। চার্বাকদের আত্মতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদের নাম কি ?
উঃ চার্বাকদের আত্মতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদের নাম দেহাত্মবাদ।
২৭। ভূতচৈতন্যবাদ কি ?
উঃ চার্বাকদের মতে স্থুল প্রত্যক্ষযোগ্য চতুর্ভূতের সমন্বয়ে যে দেহ সৃষ্টি হয়, তাতে চৈতন্য নামক গুণের যে আবির্ভাব ঘটে, তাকেই এক কথায় ভূতচৈতন্যবাদ বলে।

**********

# জৈন দর্শন

১। জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
উঃ সাধারণতঃ মহাবীরকে জৈন দর্শনের চব্বিশ ও শেষ তীর্থংকর বলে মনে করা হয় এবং মহাবীরকেই জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।
২। জৈন দর্শনের নাম 'জৈন দর্শন' হয়েছে কেন?
উঃ 'জিন' থেকে 'জৈন' শব্দটি এসেছে। জিন বলতে যিনি সকল রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত। সাধারণতঃ তীর্থংকরগণ সকল রকম বন্ধন থেকে মুক্ত বলে তাঁদের প্রবর্তিত দর্শনকে 'জৈন' দর্শন বলা হয়।
৩। জৈনরা কয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ?
উঃ জৈনরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত - শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।
৪। শ্বেতাম্বর কাদের বলা হয় ?
উঃ জৈনদের যে সম্প্রদায় কিছুটা উদার ও নরমপন্থী এবং যাঁরা মহাবীর প্রবর্তিত মত ও পথের যুগপযোগী পরিবর্তনের পক্ষপাতী জৈনদের সেই সম্প্রদায়কে শ্বেতাম্বর বলে।
৫। দিগম্বর সম্প্রদায় কাকে বলে ?
উঃ জৈনদের যে সম্প্রদায় মহাবীর প্রবর্তিত মত ও পথ কঠোরভাবে অনুসরণ করার পক্ষপাতী তাঁদের দিগম্বর সম্প্রদায় বলে।
৬। জৈনমতে সৎ বস্তুর লক্ষণ কি ?
উঃ জৈনমতে সৎ বস্তুর লক্ষণ হল - উৎপাদ ব্যয় ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ অর্থাৎ যার উৎপত্তি বিনাশ ও স্থায়িত্ব আছে তাকে সৎ বলা হয়।
৭। অনেকান্তবাদ কাকে বলে ?
উঃ যে মতবাদে সৎ বস্তুর অনন্তধর্ম স্বীকার করা হয়, সেই মতবাদকে অনেকান্তবাদ বলা হয়। জৈনরা অনেকান্তবাদী।
৮। একান্তবাদ কাকে বলে ?
উঃ যে মতবাদ অনুসারে সৎ বস্তু একটি ধর্ম বিশিষ্ট, সেই মতবাদকে একান্তবাদ বলা হয়। বৌদ্ধ, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি একান্তবাদী দর্শন।
৯। জৈন অনেকান্তবাদকে আপেক্ষিকতাবাদ বলা হয় কেন ?
উঃ যেহেতু জৈনমতে প্রত্যেক সৎ বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, একটি বস্তুকে জানতে হলে সব বস্তুকে জানতে হবে। তাই প্রত্যেক সৎ বস্তু আপেক্ষিক। তাই জৈনদের এই অধিবিদ্যক অনেকান্তবাদকে আপেক্ষিকতাবাদ বলা হয়।
১০। স্যাৎবাদ কাকে বলে ?
উঃ জৈনমতে লৌকিক জ্ঞান মত্রই আংশিক ও আপেক্ষিক। লৌকিক জ্ঞানকে আপেক্ষিক বোঝাতে জৈনগণ প্রতি 'নয়' বা অবধারণের পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করেন বলে জৈনদের লৌকিক জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদকে স্যাৎবাদ বলা হয়।
১১। জৈনমতে 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ কি ?
উঃ জৈনমতে 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ হল 'সম্ভবত' বা 'হলেও হতে পারে' বা 'আপেক্ষিক'।
১২। জৈনমতে জ্ঞান কত প্রকার ও কি কি ?
উঃ জৈনমতে জ্ঞান দু প্রকার - লৌকিক জ্ঞান ও কেবল জ্ঞান।
১৩। লৌকিক জ্ঞান কাকে বলে ?
উঃ জৈনগণ সাধারণ মানুষের আংশিক ও আপেক্ষিক জ্ঞানকে লৌকিক জ্ঞান বলেন।
১৪। জৈনমতে সৎ বস্তুকে কিভাবে জানা যায় ?

উঃ জৈনমতে সৎ বস্তুকে তিনভাবে জানা যায় যথা : দুর্নীতি, নয় ও প্রমাণ।

১৫ জৈনমতে দুর্নীতি কি ?

উঃ একটি আংশিক সত্য জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করাকে বলে দুর্নীতি। যেমন 'বস্তু নিত্যই' - এই জ্ঞাকে পূর্ণাঙ্গ মনে করাই দুর্নীতি।

১৬। জৈনমতে 'নয়' কাকে বলে ?

উঃ আপেক্ষিক মনে না করে কোন আংশিক জ্ঞানকে জৈন পরিভাষায় 'নয়' বলা হয়। 'নয়' শব্দের অর্থ আংশিক জ্ঞান।

১৭। জৈনমতে প্রমাণ কাকে বলে ?

উঃ একটি আংশিক জ্ঞানকে আপেক্ষিক সত্য বলে জানাকে বলা হয় প্রমাণ। স্যাৎ নামক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি 'নয়' প্রমাণে পরিণত হয়।

১৮। জৈনমতে লৌকিক জ্ঞান ও কেবল জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় কর।

উঃ অ) লৌকিক জ্ঞানের জ্ঞাতা সাধারণ মানুষ, কিন্তু কেবল জ্ঞানের জ্ঞাতা তীর্থঙ্করগণ।

আ) লৌকিক জ্ঞান মাত্রই আংশিক ও আপেক্ষিক, কিন্তু কেবল জ্ঞান পূর্ণ ও নিরপেক্ষ জ্ঞান।

১৯। সপ্তভঙ্গি নয় কাকে বলে ?

উঃ জৈনমতে লৌকিক জ্ঞান সাত(সপ্ত) প্রকার (ভঙ্গি) বচনের (নয়ের) মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলে, জৈনদের এই সম্পর্কিত মতবাদকে সপ্তভঙ্গি নয় বলে।

২০। জৈনমতে স্যাৎবাদ কি এক প্রকার সংশয়বাদ ?

উঃ না। জৈনরা বলেন, লৌকিক জ্ঞান সংশয়াত্মক নয়, আংশিক সত্য। তাই স্যাৎবাদ সংশয়বাদ নয়।

২১। জৈন স্যাৎবাদ কি অজ্ঞেয়বাদ ?

উঃ না। জৈনমতে লৌকিক জ্ঞান আংশিক ও আপেক্ষিক। সত্তার পূর্ণ ও নিরপেক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়। তাই সত্তার জ্ঞান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় - একথা সত্য নয়। সুতরাং স্যাৎবাদ অজ্ঞেয়বাদ নয়।

২২। সপ্তভঙ্গি নয়ের উৎপত্তির কারণ কি ?

উঃ সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে সাত প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। তাই সাতটি জিজ্ঞাসা থেকে সপ্তভঙ্গি নয়ের উৎপত্তি হয়েছে।

২৩। অনেকান্তবাদ ও স্যাৎবাদের সম্পর্ক কিরূপ ?

উঃ অনেকান্তবাদ জৈন অধিবিদ্যক মতবাদ। অপরপক্ষে স্যাৎবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ। অনেকান্তবাদে সৎ বস্তু ও জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ (বস্তু আপেক্ষিক ও অনন্তধর্ম বিশিষ্ট) প্রকাশ করা হয়েছে। অপরপক্ষে স্যাৎবাদে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান কীরূপ তার স্বরূপ (জ্ঞান আংশিক ও আপেক্ষিক) প্রকাশ করা হয়েছে। জ্ঞনের স্বরূপ জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপের উপর নির্ভর করে। আর এই জন্যই স্যাৎবাদ অনেকান্তবাদের উপর নির্ভরশীল।

২৪। অনেকান্তবাদের সঙ্গে সপ্তভঙ্গি নয়ের সম্পর্ক কীরূপ ?

উঃ অনেকান্তবাদে সত্তার স্বরূপ ও ধর্ম প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে সপ্তভঙ্গিনয়বাদে সত্তার প্রকাশ কতভাবে হতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

২৫। জৈন দর্শনের একটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উঃ জৈন দর্শনের একটি গ্রন্থের নাম হল 'তত্ত্বার্থধিগম সূত্র'।

২৬। জৈনমতে অর্হৎ কি ?

উঃ জৈনমতে জিনকে অর্হৎ বলা হয়।

২৭। তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ কি ?

উঃ যিনি মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশ করেন তাঁকে তীর্থঙ্কর বলে।

২৮। জৈন মতে বস্তুর সদর্থক ধর্ম কি ?

উঃ জৈনমতে যে ধর্ম বস্তুর নিজস্ব ধর্ম তাকে সদর্থক ধর্ম বলে।
২৯। জৈনমতে বস্তুর নঞর্থক ধর্ম কি ?
উঃ জৈনমতে বস্তুর নঞর্থক ধর্ম হল যে ধর্ম বস্তুর মধ্যে নেই।
৩০। জৈনমতে দ্রব্যের লক্ষণ কি ?
উঃ জৈনমতে দ্রব্যের লক্ষণ হল - যা গুণ ও পর্যায় বিশিষ্ট তাই দ্রব্য।
৩১। জৈনমতে গুণ কি ?
উঃ জৈনমতে গুণ হল - যা দ্রব্যের নিত্য ও স্থায়ী ধর্ম তাই গুণ।
৩২। জৈনমতে পর্যায় কি ?
উঃ জৈনমতে পর্যায় হল - যা দ্রব্যের পরিবর্তনশীল অনিত্য ধর্ম তাই পর্যায়।
৩৩। জৈনমতে অস্তিকায় দ্রব্য কি ?
উঃ জৈনমতে অস্তিকায় দ্রব্য হল - যে দ্রব্য স্থান জুড়ে থাকে।
৩৪। জৈনমতে অনস্তিকায় দ্রব্য কি ?
উঃ জৈনমতে অনস্তিকায় দ্রব্য হল - যে দ্রব্যের বিস্তৃতি নাই। মানুষ অনস্তিকায় দ্রব্য।
৩৫। জৈনমতে জীব কাকে বলে ?
উঃ জৈনমতে যে দ্রব্যের চেতনা আছে তাকে জীব বলে।
৩৬। জৈনমতে অজীব কাকে বলে ?
উঃ জৈনমতে যে দ্রব্যের চেতনা নাই তাকে অজীব বলে।
৩৭। জৈনমতে মুক্ত ও বদ্ধ জীব কাকে বলে ?
উঃ জৈনমতে যে জীবের জন্ম-মৃত্যু নেই তাকে মুক্ত জীব ও যে জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে তাকে বদ্ধ জীব বলে।
৩৮। জৈনমতে স্থাবর বদ্ধ জীব কি ?
উঃ জৈনমতে স্থাবর বদ্ধ জীব হল যে জীবের কোন গতি নাই।
৩৯। জৈনমতে আকাশ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ জৈনমতে আকাশ দু প্রকার - লোকাকাশ ও অ-লোকাকাশ।
৪০। জৈনমতে পুদ্গল কি ?
উঃ জৈনমতে পুদ্গল হল জড়। পুদ্গল দু-প্রকার - পরমাণু ও সংঘাত।

**********

## বৌদ্ধ দর্শন

১। বৌদ্ধ দর্শন আস্তিক না নাস্তিক দর্শন।
উঃ বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শন, কারণ তাঁরা বেদের প্রমাণ্যে বিশ্বাসী নয়।
২। বৌদ্ধ দর্শনের মূল গ্রন্থ কি ? এর কয়টি বিভাগ ও কি কি ?
উঃ বৌদ্ধ দর্শনের মূল গ্রন্থ হল 'ত্রিপিটক'। এর তিনটি ভাগ - সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক।
৩। ত্রিপিটক কোন্ ভাষায় রচিত ? 'পিটক' শব্দের অর্থ কি ?

উঃ ‘ত্রিপিটক’ পালি ভষায় রচিত। ‘পিটক’ শব্দের অর্থ পেটিকা বা বাক্স।

৪। আর্যসত্য কি ?

উঃ বুদ্ধদেব যোগসাধনার মাধ্যমে যে সত্যের উপলব্ধি করেছিলেন তা তিনি চারটি বাক্যে প্রকাশ করেছিলেন। এই চারটি বাক্যকেই আর্যসত্য বা আর্যসত্য চতুষ্টয় বলা হয়।

৫। চারটি আর্যসত্য কি কি ?

উঃ অ) দুঃখ আছে বা জীবন দুঃখময়, আ) দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের কারণ আছে, ই) দুঃখের নিবৃত্তি আছে ঈ) দুঃখ নিবৃত্তি মার্গ বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে।

৬। বৌদ্ধ দর্শন কি দুঃখবাদী দর্শন ?

উঃ না। কারণ বৌদ্ধগণ জীবন দুঃখময় বললেও সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ের কথা বলেছেন।

৭। ‘দ্বাদশনিদান’ কি ?

উঃ দুঃখের মূল কারণ বিশ্লেষণ করে বুদ্ধদেব অবিদ্যাকে মূল কারণ নির্দেশ করেছেন। দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত কার্য-কারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশটি কারণ (নিদান) রয়েছে। তাই এই কার্য-কারণ শৃঙ্খলকে ‘দ্বাদশনিদান’ বলা হয়।

৮। ‘ভবচক্র’ কাকে বলে ?

উঃ বুদ্ধমতে মানুষ দ্বাদশ নিদান কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। তাই একে ভবচক্র বলা হয়।

৯। বুদ্ধদেব নির্দেশিত দ্বাদশ নিদান কী কী ?

উঃ দ্বাদশ নিদানগুলি হল - ১) অবিদ্যা, ২) সংস্কার, ৩) বিজ্ঞান, ৪) নামরূপ, ৫) ষড়ায়তন, ৬) স্পর্শ, ৭) বেদনা, ৮) তৃষ্না, ৯) উপাদান, ১০) ভব, ১১) জাতি এবং ১২) দুঃখ।

১০। অবিদ্যা কি ? সংস্কার কাকে বলে ?

উঃ বুদ্ধমতে আর্যসত্য চতুষ্টয়ের যথাযথ জ্ঞানের অভাবকে অবিদ্যা বলে।
পূর্বজন্মের সকাম কর্ম জনিত অভিজ্ঞতার ছাপকে সংস্কার বলে।

১। ‘বিজ্ঞান’ কি ? ‘নামরূপ’ কাকে বলে ?

উঃ বৌদ্ধমতে চেতনাকে বিজ্ঞান বলে। যা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে দেখা যায়।
দেহ ও মনের সংগঠনকে বৌদ্ধ পরিভাষায় নামরূপ বলে।

১২। ষড়ায়তন কি ? স্পর্ষ কাকে বলে ?

উঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে বৌদ্ধ দর্শনে ষড়ায়তন বলে।
বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রয়ের সন্নিকর্ষকে স্পর্শ বলে।

১৩। বেদনা কাকে বলে ? তৃষ্ণা কি ?

উঃ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে ইন্দ্রিয় সুখ উৎপন্ন হয় তাকে বেদনা বলা হয়।
ভোগ্যবস্তু ভোগ করার আকাঙ্খাকে তৃষ্ণা বলে।

১৪। উপাদান কাকে বলে ? ভব কী ?

উঃ বিষয়ের প্রতি আসক্তিকে বৌদ্ধগণ উপাদান বলেন।
পুনর্জন্মের জন্য ব্যাকুলতাকে বলা হয় ভব।

১৫। জাতি কি ?

উঃ পুনর্জন্মকে জাতি বলা হয়

১৬। অষ্টাঙ্গিক মার্গ কাকে বলে ?

উঃ বুদ্ধদেব স্বয়ং যে পথ অনুসরণ করে নির্বাণ লাভ করেছিলেন, সেই পথের আটটি স্তর আছে। এই জন্যই বুদ্ধদেব প্রবর্তিত নির্বাণ লাভের এই আটটি পথকে এক কথায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়।

১৭। অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি কি কি ?

উঃ ১) সম্যক দৃষ্টি, ২) সম্যক সংকল্প, ৩) সম্যক বাক্, ৪) সম্যক কর্মান্ত, ৫) সম্যক আজীব, ৬) সম্যক ব্যায়াম, ৭) সম্যক স্মৃতি ও ৮) সম্যক সমাধি।

১৮। সম্যক দৃষ্টি কি ? সম্যক সংকল্প কাকে বলে ?

উঃ বুদ্ধদেব নির্দেশিত চারটি আর্যসত্যের যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় সম্যক দৃষ্টি।

চারটি অর্যসত্যের আলোকে জীবন নিয়ন্ত্রিত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাকে সম্যক সংকল্প বলে।

১৯) সমাক বাক্ কাকে বলে ? সম্যক কর্মান্ত কী ?

উঃ মিথ্যাভাষণ বর্জন, সত্যকথন ও বাক্সংযম করাকে বলা হয় সম্যক বাক্।

নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন ও পঞ্চশীল অনুসরণ করাকে বলা হয় সম্যক কর্মান্ত।

২০। সম্যক আজীব কাকে বলে ? সম্যক ব্যায়াম কি ?

উঃ সৎপথে জীবিকা নির্বাহ করা হল সম্যক আজীব।

মন থেকে সকল কুচিন্তার বিনাশ ও সুচিন্তার উদয়ের অনুশীলন করাকে বলা হয় সম্যক ব্যায়াম।

২১। সম্যক স্মৃতি কি ? এর কাজ কি ?

উঃ চারটি আর্যসত্য, নির্বাণ, আত্মা ও বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে সর্বদা স্মৃতি জাগ্রত রাখাকে সম্যক স্মৃতি বলে।

সম্যক স্মৃতি জগতের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে নির্বাণের পথে চালিত করে।

২২। পঞ্চশীল কি কি ?

উঃ চুরি, হিংসা, কামভোগ, মিথ্যাভাষণ ও নেশা থেকে বিরত থাকাকে পঞ্চশীল বলে।

২৩। নির্বাণ কি ?

উঃ নির্বাণ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। নাগার্জুনের মতে নির্বাণ হল অনির্বচনীয় অবস্থা।

২৪। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির অর্থ কি ?

উঃ 'প্রতীত্য' শব্দের অর্থ কোন কিছুর শর্তাধীনে থাকা এবং 'সমুৎপাদ' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। সুতরাং 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বলতে কারণের শর্তাধীনে থেকে কার্যরে উৎপত্তি।

২৫। বৌদ্ধ কার্য-কারণ সম্পর্কিত মতবাদটির নাম কি ?

উঃ বৌদ্ধ কার্য-কারণ সম্পর্কিত মতবাদটির নাম অসৎ কারণবাদ।

২৬। অসৎকারণবাদ কাকে বলে ?

উঃ কারণের নাশ বা ধ্বংস থেকে কার্যের উৎপত্তি যে মতবাদে স্বীকার করা হয় তাকে অসৎকারণবাদ বলে।

২৭। শ্বশতবাদ কাকে বলে ?

উঃ যে মতবাদ অনুসারে সৎ বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করা হয় না অর্থাৎ সৎ বস্তুকে নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন বলা হয়, সেই মতবাদকে শাশ্বতবাদ বলে। অদ্বৈতবাদীরা শাশ্বতবাদের সমর্থক।

২৮। উচ্ছেদবাদ কাকে বলে ? কারা সমর্থক ?

উঃ যে মতবাদ অনুসারে বিনাশ বা ধ্বংসই চরম সত্য। ধ্বংসের পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সেই মতবাদকে বলা হয় উচ্ছেদবাদ। চার্বাকগণ এই মতবাদের সমর্থক।

২৯। ক্ষণিকত্ববাদ কাকে বলে ?

উঃ নিত্য স্থায়ী সত্তার কোন অস্তিত্ব নাই। সৎ বস্তু মাত্রই একটি ক্ষণের জন্য স্থায়ী যে মতবাদে স্বীকার করা হয়, সেই মতবাদকে ক্ষণিকত্ববাদ বলে।

৩০। বৌদ্ধমতে 'ক্ষণ' কাকে বলে ? সত্তার মাপকাঠি কি ?

উঃ কালের অবিভাজ্য মৌলিক অংশকে ক্ষণ বলে, যাকে আর বিভাজ্য করা যায় না। সত্তার মাপকাঠি হল ক্ষণিকত্ব। যা ক্ষণিক তাই সৎ।

৩১। বৌদ্ধ মতে সত্তার লক্ষণ কি ?

উঃ বৌদ্ধ মতে সত্তার লক্ষণ হল, অর্থক্রিয়াকারিত্ব লক্ষণম্ সৎ অর্থাৎ যার কার্য করার ক্ষমতা আছে তাই সৎ।

৩২। 'কুর্বদ্রুপতা' কাকে বলে ?

উঃ প্রধান কারণ অর্থক্রিয়াকারী নয়। প্রধান কারণ যখন সহকারী কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতিশয়যুক্ত হয় তখন অর্থক্রিয়াকারী হয়। এই অতিশয়যুক্ত কারণকে বৌদ্ধ পরিভাষায় কুর্বদ্রুপতা বলে।

৩৩। বৌদ্ধরা দেহাত্মবাদ স্বীকার করেন না কেন?

উঃ কারণ দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা,কর্মফল ও জন্মান্তবাদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

৩৪। বৌদ্ধগণ উপনিষদীয় নিত্য আত্মতত্ত্ব স্বীকার করেন না কেন ?

উঃ কারণ, এই আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমান কোন প্রমাণের সাহায্যে লাভ করা যায় না।

৩৫। নৈরাত্ম্যবাদ কি ?

উঃ যে মতবাদে জড় ও চেতন সকল দ্রব্যের স্থায়ী অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, আত্মা সম্পর্কিত সেই মতবাদকে নৈরাত্ম্যবাদ বলে।

৩৬। বৌদ্ধমতে আত্মা কি ?

উঃ বৌদ্ধমতে আত্মা হল নামরূপের সমাহার। ভিন্নমতে পঞ্চ স্কন্ধের( রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) সমাহার।

৩৭। রূপস্কন্ধ কি ?

উঃ বৌদ্ধমতে চতুর্ভুতের সৃষ্ট দেহকে রূপ স্কন্ধ বলে।

৩৮। বৌদ্ধরা কয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও কি কি ?

উঃ বৌদ্ধরা প্রধানতঃ হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হীনযানীরা আবার সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং মহাযানীরা যোগাচার বিজ্ঞানবাদী ও মাধ্যমিক শূন্যবাদী নামে খ্যাত।

৩৯। হীনযানী ও মহাযানী কাদের বলা হয় ?

উঃ যাঁরা বৌদ্ধ মত ও পথ অবিকল অর্থাৎ কোনরূপ পরিবর্তন না করে মানার পক্ষপাতী তাঁদের হীনযানী বলা হয়। হীনযানীরা সর্বাস্তিবাদী বা বস্তুবাদী।

আর যাঁরা বৌদ্ধ মত ও পথকে যুগপোযোগী করে পরিবর্তনের মাধ্যমে মেনে চলার পক্ষপাতী তাঁদের মহাযানী বলা হয়। মহাযানীদের ভাববাদী বলা হয়।

৪০। 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্' - কথাটির অর্থ কি ?

উঃ বৌদ্ধমতে নিত্য বস্তুর কার্য উৎপাদনের ক্ষমতা নেই, তাই তারা অসৎ। অনিত্য ও ক্ষণিক বস্তুই কার্য উৎপাদন করতে পারে। তাই ক্ষণিক বস্তুই সৎ। তাই বলা হয়েছে যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্।

৪১। আর্যসত্যের 'আর্য' শব্দের অর্থ কি ?

উঃ আর্য শব্দের অর্থ মহান।

৪২। কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করে বুদ্ধদেব চারটি আর্যসত্যের আবিষ্কার করেছেন ?

উঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির উপর ভিত্তি করে বুদ্ধদেব চারটি আর্যসত্যের আবিষ্কার করেন।

৪৩। নির্বাণ হল অপরিবর্তনীয় অবস্থা - এটি কোন্ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত?

উঃ বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মত।

৪৪। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির পরিচালন কর্তা কে ?

উঃ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয় এই নীতি।
৪৫। 'সদা পরিবর্তনশীল দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের প্রবাহই হল আত্মা' - কাদের মত ?
উঃ বৌদ্ধদের মত।

**********

## ন্যায় দর্শন

১। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে
উঃ ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম।
২। ভাষ্যকারের নাম কি ?
উঃ মহর্ষি বাৎসায়ন হলেন ন্যায় সূত্রের ভাষ্যকার।
৩। নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
উঃ তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় হলেন নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা।
৪। মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি কি ?
উঃ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যাপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধের ফলে যে অশাব্দিক, অভ্রান্ত ও শুনিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলে।
৫। বিশ্বনাথ তাঁর মুক্তাবলীতে প্রত্যক্ষের কি লক্ষণ দিয়েছেন ?
উঃ জ্ঞানাকরণকম্ জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্ অর্থাৎ যে জ্ঞানের করণ অন্য কোন জ্ঞান নয়, তাকে প্রত্যক্ষ বলে।
৬। গঙ্গেশ প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি কি ?

উঃ প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্ব লক্ষণম্ - অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান।
৭। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কাকে বলে ?
উঃ প্রকার বা বিশেষণ বিহীন প্রত্যক্ষকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।
৮। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ কাকে বলে ?
উঃ প্রকার বা বিশেষণযুক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।
৯। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমা নাকি অ-প্রমা ?
উঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাও নয়, আবার অ-প্রমাও নয়। কারণ কোন জ্ঞানকে প্রমা বা অ-প্রমা হতে হলে জ্ঞানটিকে বিশিষ্ট জ্ঞান হতে হবে। কিন্তু যেহেতু নির্বিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান নয়, সেহেতু তা প্রমা বা অ-প্রমা হতে পারে না।
১০। নির্বিকল্পক জ্ঞানে কোন প্রবৃত্তি থাকে না কেন ?
উঃ বিশিষ্ট জ্ঞানই কেবল প্রবৃত্তির জনক হয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বিশিষ্ট জ্ঞান নয় বলে, তাতে কোন প্রবৃত্তি থাকে না।
১১। অনুমান শব্দের অর্থ কি ?
উঃ অনু + মান = অনুমান। অনু শব্দের অর্থ পরে, আর মান শব্দের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং প্রত্যক্ষের পরে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমান বলে।
১২। মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত অনুমানের লক্ষণটি কি ?
উঃ তৎ পূর্বকম্ অনুমানম্। তৎ শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পূর্বক জ্ঞান অনুমান।
১৩। তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নংভট্ট অনুমানের কি লক্ষণ দিয়েছেন ?
উঃ অনুমিতি করণম্ অনুমানম্ অর্থাৎ অনুমিতির করণকে অনুমান বলে।
১৪। অন্নংভট্ট অনুমিতির কি লক্ষণ দিয়েছেন ?
উঃ পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি বলে।
১৫। অন্নংভট্ট দীপিকাতে অনুমিতির লক্ষণটি কেন পরিবর্তন করেছেন ?
উঃ সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য।
১৬। সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্নংভট্ট কোন্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন ?
উঃ 'পক্ষতা' নামক শব্দের প্রয়োগ করেছেন।
১৭। দীপিকায় প্রদত্ত অনুমিতির নির্দোষ লক্ষণ কি ?
উঃ পক্ষতা সহকৃত পরামর্শজন্যংজ্ঞানম্ অনুমিতি।
১৮। পক্ষতার লক্ষণ কি ?
উঃ সিষাধয়িষা-বিরহ-সহকৃত সিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা - অর্থাৎ সাধন বা অনুমান করার ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞানের অভাবকে পক্ষতা বলে।
১৯। সিদ্ধি প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক নয় কেন ?
উঃ কারণ প্রত্যক্ষের কোন কারণই তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী নয়। বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হতে কোন সমস্যা হয় না। তাই সিদ্ধি প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না।
২০। সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় কেন ?
উঃ একটি পরামর্শ দ্বারা একটি অনুমেয় বিষয়ে (সাধ্য সম্পর্কে) নিশ্চিত জ্ঞান অর্থাৎ সিদ্ধি হওয়ায় ঐ পরামর্শ দ্বারা দ্বিতীয় অনুমিতি হবে না। কারণ সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক। একই পরামর্শ দ্বারা দ্বিতীয় অনুমিতির উৎপত্তি পরিহার কল্পে সিদ্ধিকে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলা হয়েছে।
২১। সিষাধয়িষা শব্দটির অর্থ কি ?
উঃ সিষাধয়িষা শব্দটির অর্থ হল সাধন বা অনুমান করার ইচ্ছা।
২২। পক্ষতাকে অনুমিতির কারণ বলা হয় কেন ?

উঃ পক্ষতা না থাকলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। তাই পক্ষতাকে অনুমিতির কারণ বলা হয়।

২৩। পরামর্শ কাকে বলে ?

উঃ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানকে পরামর্শ বলে।

২৪। পরামর্শের জন্য কি কি জ্ঞানের প্রয়োজন ?

উঃ পরামর্শের জন্য ১) পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ২) ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রয়োজন।

২৫। অন্নংভট্টের মতে অনুমিতির করণ কি ?

উঃ অন্নংভট্টের মতে অনুমিতির করণ হল পরামর্শ জ্ঞান।

২৬। অনুমিতির জন্য কি কি জ্ঞান অপেক্ষিত হয় ?

উঃ অনুমিতির জন্য পক্ষতা, পক্ষধর্মতা, ব্যাপ্তি ও পরামর্শ জ্ঞানের প্রয়োজন।

২৭। পক্ষধর্মতা জ্ঞান কাকে বলে ?

উঃ পক্ষে হেতুর বিদ্যমানতা জ্ঞানকে পক্ষধর্মতা জ্ঞান বলে।

২৮। অনুমান ও অনুমিতির পার্থক্য কি ?

উঃ অনুমান প্রমাণ, কিন্তু অনুমিতি প্রমা। পক্ষতা সহকৃত পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে, অপরপক্ষে অনুমিতির করণকে অনুমান বলে।

২৯। প্রমা কাকে বলে ?

উঃ যে পদার্থটি যে ধর্ম বিশিষ্ট সেই পদার্থে সেই ধর্ম বিশিষ্টের জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলে। যেমন ঘটকে ঘটত্ব বিশিষ্ট বলে জ্ঞান হলে তা প্রমা হবে।

৩০। পরামর্শ জ্ঞানকে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ বলা হয় কেন?

উঃ হেতুর অপর নাম লিঙ্গ। অনুমিতির উৎপত্তির জন্য হেতু বা লিঙ্গকে তিন বার দর্শন করতে হয়। প্রথম লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়। দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা পক্ষধর্মতা জ্ঞান হয়। তৃতীয় লিঙ্গ দর্শন দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষে বিদ্যমানতা জ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শ জ্ঞান জন্মায়। আর এই পরামর্শ জ্ঞান থেকে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। তাই পরামর্শকে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ বলে।

৩১।পরামর্শের আকারটি কিরূপ ?

উঃ সাধ্য ব্যাপ্য হেতুমান পক্ষ।

৩২। পরামর্শের একটি উদাহরণ দাও।

উঃ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ।

৩৩। পক্ষ কাকে বলে ?

উঃ সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের সংশয় হয় তাকে পক্ষ বলে। আবার পক্ষতার যা আশ্রয় তাকে পক্ষ বলা হয়।

৩৪। সাধ্য কাকে বলে ?

উঃ অনুমানের যা বিষয় (অনুমেয়) অর্থাৎ পক্ষে যার সংশয় থাকে, পক্ষে যাকে হেতুর সাহায্যে সাধন করা হয়, তাকে সাধ্য বলে।

৩৫। লিঙ্গ শব্দের অর্থ কি ?

উঃ লীনং গময়তি যঃ সঃ লিঙ্গ অর্থাৎ যা লীন অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে (সাধ্যকে)পাইয়ে দেয়, তাকে বলে লিঙ্গ।

৩৬। অনুমানের কয়টি পদ থাকে ও কি কি ?

অনুমানের তিনটি পদ থাকে। যথা সাধ্য, পক্ষ ও হেতু।

৩৭। সৎ হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কি কি ?

উঃ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হল ১) পক্ষসত্ত্ব, ২) সপক্ষ সত্ত্ব, ৩) বিপক্ষাসত্ত্ব, ৪) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও ৫) অবাধিতত্ত্ব।

৩৮। সৎহেতু কাকে বলে ?

উঃ যে হেতুর ১) পক্ষসত্ত্ব, ২) সপক্ষ সত্ত্ব, ৩) বিপক্ষাসত্ত্ব, ৪) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও ৫) অবাধিতত্ত্ব এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকে তাকে সৎ হেতু বলে।

৩৯। অসৎ হেতু কাকে বলে?

উঃ যে হেতুর ১) পক্ষসত্ত্ব, ২) সপক্ষ সত্ত্ব, ৩) বিপক্ষাসত্ত্ব, ৪) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও ৫) অবাধিতত্ত্ব এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটিরও অভাব থাকে তাকে অসৎ হেতু বলে।

৪০। সপক্ষ কাকে বলে ?

উঃ নিশ্চিত সাধ্যবান্ সপক্ষঃ। যে অধিকরণে সাধ্য নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে সপক্ষ বলে।

৪১। বিপক্ষ কাকে বলে ?

উঃ নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের অভাব নিশ্চিত থাকে তাকে বিপক্ষ বলে।

৪২। সপক্ষসত্ত্ব কাকে বলে ?

উঃ সপক্ষে হেতুর নিশ্চিত বিদ্যমানতার জ্ঞানকে সপক্ষসত্ত্ব বলে।

৪৩। বিপক্ষাসত্ত্ব কাকে বলে ?

উঃ বিপক্ষে হেতুর নিশ্চিত বিদ্যমানতার অভাবের জ্ঞানকে বিপক্ষাসত্ত্ব বলে।

৪৪। সৎ হেতুর অবাধিতত্ব ধর্ম কাকে বলে ?

উঃ অনুমান ভিন্ন অন্য কোনো বলশালী প্রমাণ দ্বারা হেতুর বাধিত না হওয়াই হল অবাধিতত্ব।

৪৫। অন্বয়-ব্যতিরেকী লিঙ্গ কাকে বলে ?

উঃ যে লিঙ্গে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তি থাকে তাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী লিঙ্গ বলে।

৪৬। কেবলান্বয়ী লিঙ্গ কাকে বলে ?

উঃ যে লিঙ্গে কেবল অন্বয় ব্যাপ্তি থাকে, কোন ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভবই নয়, সেই লিঙ্গকে কেবলান্বয়ী লিঙ্গ বলে।

৪৭। কেবল ব্যতিরেকী লিঙ্গ কাকে বলে ?

উঃ যে লিঙ্গে কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকে, অন্বয় ব্যাপ্তি থাকা সম্ভবই নয়, সেই লিঙ্গকে কেবল ব্যতিরেকী লিঙ্গ বলে।

৪৮। স্বার্থানুমান কাকে ?

উঃ যে অনুমানের দ্বারা অনুমাতার নিজের সাধ্য সংশয় দূর হয়, তাকে স্বার্থানুমান বলে।

৪৯। স্বার্থানুমিতি কাকে বলে ?

উঃ অনুমাতার নিজের জ্ঞান লাভের জন্য যে অনুমিতি তাকে স্বার্থানুমিতি বলে।

৫০। পরার্থানুমান কাকে বলে ?

উঃ স্বার্থানুমিতির দ্বারা নিজের সাধ্য সংশয় দুর হলে অর্থাৎ সাধ্যানুমিতি হলে সেই জ্ঞান অপরের মনে নীত করার জন্য স্বার্থানুমাতা যে পঞ্চাবয়বী ন্যায় গঠন করেন তাকে পরার্থানুমান বলে।

৫১। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের পার্থক্য কি ?

উঃ স্বার্থানুমাতা নিজের সাধ্য সংশয় দুর করার জন্য অনুমান স্বার্থানুমান। অপরপক্ষে অপরের মনের সাধ্য সংশয় দুর করার জন্য যে পঞ্চাবয়বী ন্যায় তাকে পরার্থানুমান বলে।

৫২। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের পাঁচটি অবয়বের নাম উল্লেখ কর।

উঃ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

৫৩। একটি পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের গঠন কর।

উঃ ১) প্রতিজ্ঞা - পর্বতটি বহ্নিমান
২) হেতু - যেহেতু পর্বতটি ধূমবান
৩) উদাহরণ - যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি যথা - রান্নাঘর।
৪) উপনয় - পর্বতটি ধূমবান
৫) নিগমন - অতএব পর্বতটি বহ্নিমান।

৫৪। প্রতিজ্ঞাবাক্য কাকে বলে ?

উঃ পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের যে বাক্য সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের প্রতিপাদন করে তাকে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলে।

৫৫। হেতুবাক্য কাকে বলে ?

উঃ পরার্থানুমানে পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে হেতু জ্ঞানের প্রয়োজন তা প্রকাশ করে যে বাক্য তাকে হেতুবাক্য বলে।

৫৬। উদাহরণবাক্য কাকে বলে ?

উঃ পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে ব্যাপ্তি প্রতিপাদনকারী বাক্যকে উদাহরণবাক্য বলে।

৫৭। উপনয়বাক্য কাকে বলে ?

উঃ পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে যে বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষে বিদ্যমানতা জ্ঞান জন্মায় তাকে উপনয় বাক্য বলে।

৫৮। নিগমনবাক্য কাকে বলে ?

উঃ যে বাক্যে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা বিশিষ্ট হেতুর সাহায্যে (পরামর্শ) পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করা হয়, সেই বাক্যকে নিগমনবাক্য বলে।

৫৯। হেতু ও উপনয় বাক্যের পার্থক্য কি ?

উঃ হেতু বাক্যের বিষয় তিনটি। যথা - বিশেষ্য পর্বত, পর্বতের বিশেষণ ধূম এবং ধূমের বিশেষণ ধূমত্ব। কিন্তু উপনয়বাক্যের বিষয় চারটি। যথা - বিশেষ্য পর্বত, পর্বতের বিশেষণ ধূম এবং সেই ধূমের বিশেষণ দুটি - ধূমত্ব ও বহ্নিব্যাপ্তি।

৬০। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্যের পার্থক্য কি ?

উঃ প্রতিজ্ঞাবাক্যে পক্ষে সাধ্যের সংশয় প্রকাশ করা হয়, যা পক্ষতার ধর্ম। অপরপক্ষে নিগমনবাক্যে পক্ষে সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞান হয়, যা অনুমিতির ধর্ম।

৬১। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের প্রতিটি অবয়ব বাক্যের প্রয়োজন কি ?

উঃ পক্ষ জ্ঞানের জন্য প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োজন, পক্ষধর্মতা জ্ঞানের জন্য হেতু বাক্যের প্রয়োজন, ব্যাপ্তি জ্ঞানের জন্য উদাহরণবাক্যের প্রয়োজন, পরামর্শজ্ঞানের জন্য উপনয় বাক্যের প্রয়োজন এবং অবাধিতত্ত্ব ও অসৎ প্রতিপক্ষত্ব জ্ঞানের জন্য নিগমন বাক্যের প্রয়োজন।

৬২। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে ব্যাপ্তির কি লক্ষণ দিয়েছেন ?

উঃ যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি - এই সাহচর্যের নিয়মকে ব্যাপ্তি বলে।

৬৩। দীপিকাটীকাতে অন্নংভট্ট ব্যাপ্তির কি লক্ষণ দিয়েছেন ?

উঃ হেতুর সঙ্গে একই অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না এমন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হেতুতে থাকাই হল ব্যাপ্তি।

৬৪। ন্যায় সম্মত ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায়গুলি কি কি?

উঃ ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায়গুলি হল অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ, উপাধিনিরাস, তর্ক ও সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ।

৬৫। অন্বয়-ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি কাকে বলে ?

উঃ যে ব্যাপ্তির অন্বয় সহচার (অন্বয় দৃষ্টান্ত) ও ব্যতিরেক সহচার (ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত) এই উভয় প্রকার জ্ঞান থেকে ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্মায়, তাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি বলে।

৬৬। অন্বয় ব্যাপ্তি কাকে বলে ?
উঃ যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য (যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি) - এরূপ যে ব্যাপ্তি তা অন্বয় ব্যাপ্তি।
৬৭। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি কাকে বলে ?
উঃ সাধ্যাভাবে হেতুর অভাবের যে ব্যাপ্তি(বহ্ন্যাভাবে ধূমাভাবের ব্যাপ্তি) তা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি।
৬৮। কেবলান্বয়ী ব্যাপ্তির একটি উদাহরণ দাও।
উঃ যেখানে প্রমেয়ত্ব(হেতু) সেখানে অভিধেয়ত্ব(সাধ্য)। যথা - পট।
৬৯। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত দাও।
উঃ যেখানে যেখানে ইতরভেদ নাই(সাধ্য নাই) সেখানে সেখানে গন্ধ নাই(হেতু নাই)।
৭০। সমব্যাপ্তি কাকে বলে ?
উঃ যে ব্যাপ্তির হেতু সাধ্যের ব্যাপকতা সমান সেই ব্যাপ্তিকে সমব্যাপ্তি বলে। যেমন সকল জ্ঞেয় বস্তু হয় অভিধেয়।
৭১। অসম বা বিষম ব্যাপ্তি কাকে বলে?
উঃ যে ব্যাপ্তির হেতু ও সাধ্যের ব্যাপকতা সমান নয়, সে ব্যাপ্তিকে বলা হয় অসম বা বিষম ব্যাপ্তি। যেমন যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি।
৭২। তর্ক কাকে বলে ?
উঃ ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা ব্যাপকের আরোপকে তর্ক বলে।
৭৩। ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠায় তর্কের ভূমিকা কি ?
উঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানে সংশয় ও ব্যভিচার ইত্যাদি দূরীকরণে তর্ক পদ্ধতির প্রয়োজন।
৭৪। পর্বতটি বহ্নিমান, যেহেতু তাতে ধূম আছে, এই অনুমানের সাধ্য, পক্ষ ও হেতু নির্ণয় কর ও অনুমানটির ব্যাপ্তি গঠন কর। পরামর্শবাক্যটিও রচনা কর।
উঃ পক্ষ = পর্বত, সাধ্য = বহ্নিত্ব এবং হেতু = ধূমত্ব
অনুমানটির ব্যাপ্তি হল সকল ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান।
পরামর্শটি হল বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানয়ম্ পর্বতঃ।
৭৫। নিয়ত সহচার জ্ঞানকে এক কথায় কি বলে ?
উঃ নিয়ত সহচার জ্ঞানকে এককথায় ব্যাপ্তি বলে।
৭৬। অন্নংভট্টের মতে অনুমিতির করণ অর্থাৎ অনুমান কোন্‌টি ?
উঃ পরামর্শ।
৭৭। অন্নংভট্টের মতে অভাব জ্ঞান কোন্ প্রমাণের সাহায্যে হয় ?
উঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে হয়।
৭৮। কোন্ সন্নিকর্ষরে দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় ?
উঃ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা।
৭৯। ভূতলটি ঘটাভাববিশিষ্ট - এই জ্ঞানে কোন্ সন্নিকর্ষের প্রয়োজন ?
উঃ চক্ষুসংযুক্ত বিশেষণতা সন্নিকর্ষের প্রয়োজন।
৮০। ভুতলে ঘট নাই - এই জ্ঞানে কোন্ সন্নিকর্ষের প্রয়োজন ?
উঃ চক্ষুসংযুক্ত বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের প্রয়োজন।
৮১। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দুপ্রকার।
৮২। অন্নংভট্ট নির্বিকল্পক জ্ঞানের কি লক্ষণ দিয়েছেন ?
উঃ নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্ অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণ বিহীন জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলে।
৮৩। বিকল্প শব্দের অর্থ কি ?

উঃ বিকল্প শব্দের অর্থ বিশেষণ।
৮৪। অন্নংভট্ট সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কি লক্ষণ দিয়েছেন ?
উঃ সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্ অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণ বিশিষ্ট জ্ঞানকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।
৮৫। কোন্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অব্যাপদেশ্য ?
উঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান অব্যাপ্যদেশ্য। কারণ এই জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
৮৬। কেন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বাক্যে বা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ?
উঃ যেহেতু বাক্য মাত্রই বিশেষ্য-বিশেষণভাব বিশিষ্ট, কিন্তু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকে না। তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
৮৭। কোন্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যাপদেশ্য এবং কেন ?
উঃ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যাপদেশ্য। কারণ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষ্য-বিশেষণ বিশিষ্ট বলে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাই তা ব্যাপদেশ্য।
৮৮। কোন্ জ্ঞানের অনুব্যবসায় হয় না ?
উঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুব্যবসায় হয় না। অনুব্যবসায় কেবল সবিকল্পক জ্ঞানের হয়।
৮৯। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ কি ?
উঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ হল অনুমান।
৯০। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ কি ?
উঃ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ হল অনুব্যবসায়।
৯১। সন্নিকর্ষ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ সন্নিকর্ষ প্রধানতঃ দু-প্রকার। লৌকিক ও অলৌকিক।
৯২। লৌকিক সন্নিকর্ষ কাকে বলে ?
উঃ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের আপন আপন গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে যখন সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ হয় তখন তাকে লৌকিক সন্নিকর্ষ বলে।
৯৩। কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ করতে পারে ?
উঃ চক্ষু, ত্বক ও মন ইন্দ্রিয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ করতে পারে।
৯৪। শব্দত্ব জাতি প্রত্যক্ষে কোন্ সন্নিকর্ষের প্রয়োজন ?
উঃ সমবেত সমবায়। কারণ শব্দ যেহেতু গুণ এবং শ্রবনেন্দ্রি গুণী। তাই গুণ গুণী সম্বন্ধ সমবায়। তাই শব্দ প্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ এবং সেই শব্দে শব্দত্ব জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাই সমবায় + সমবায় = সমবেত সমবায় সম্বন্ধ।
৯৫। জ্ঞান আত্মাতে কোন্ সম্বন্ধে থাকে ?
উঃ জ্ঞান আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।
৯৬। ব্যবসায় জ্ঞান কি ?
উঃ যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশ করে তাকে ব্যবসায় জ্ঞান বলে।
৯৭। অনুবাবসায় কাকে বলে।
উঃ যে জ্ঞান ব্যবসায় জ্ঞানকে প্রকাশ করে তাকে অনুব্যবসায় বলে।
৯৮। কোন্ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্মৃতি হয় না ?
উঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্মৃতি হয় না।
৯৯। ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপাধিনিরাসের উপায় কি ?
উঃ ভূয়োদর্শনের সাহায্যে উপাধি নিরসন করা যায়।
১০০। ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থটি কার লেখা ?
উঃ প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর।

১০১। ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী কার রচনা ?
উঃ নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথের।
১০২। ন্যায় কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থটি কার লেখা ?
উঃ প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যর।
১০৩। পূর্ববৎ অনুমান কি ?
উঃ যে অনুমানে কারণ প্রত্যক্ষ করে কার্যকে অনুমান করা হয় তাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে।
১০৪। শেষবৎ অনুমান কাকে বলে ?
উঃ যে অনুমানে কার্য প্রত্যক্ষ করে কারণকে অনুমান করা হয়, তাকে শেষবৎ অনুমান বলে।
১০৫। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান কি ?
উঃ যে অনুমানে সামান্য ধর্মের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে হেতু প্রত্যক্ষ করে সাধ্যের অনুমান করা হয়, তাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে।
১০৬। ন্যায় দর্শনে কয়টি প্রমা ও প্রমাণ স্বীকার করা হয় এবং এগুলি কি কি ?
উঃ ন্যায় দর্শনে চারটি করে প্রমা ও প্রমাণ স্বীকার করা হয়। এগুলি হল যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।
১০৭। ন্যায় সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয় ও অর্থ শব্দের অর্থ কি ?
উঃ ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অর্থ শব্দের অর্থ জ্ঞানের বিষয়।
১০৮। ন্যায়মতে অলৌকিক সন্নিকর্ষ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ ন্যায়মতে অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার যথা সামান্যলক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ।
১০৯। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞনের বিষয় কি ?
উঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হল তুরীয় বিষয়তা।
১১০। নাসিকা কেন গন্ধ গুণ প্রত্যক্ষ করে ?
উঃ নাসিকা পার্থিব দ্রব্য থেকে জাত, আবার সেই পার্থিব দ্রব্যে আশ্রিত গুণ হল গন্ধ। তাই নাসিকা গন্ধ প্রত্যক্ষ করে।

**********

## বৈশেষিক দর্শন

১। বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
উঃ বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কণাদ।
২। পদার্থ কাকে বলে ?
উঃ পদস্য অর্থ পদার্থ। পদের দ্বারা যে অর্থ বা বিষয়কে বোঝায় তাই পদার্থ। ভিন্ন মতে যা প্রতীতি বা জ্ঞানের বিষয় তাই পদার্থ।
৩। বৈশেষিক মতে পদার্থ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে পদার্থ সাত প্রকার। যথা ১) দ্রব্য, ২) গুণ, ৩) কর্ম, ৪) সামান্য, ৫) বিশেষ ৬) সমবায় ও ৭) অভাব।
৪। বৈশেষিক মতে অভাব পদার্থ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে অভাব পদার্থ চার প্রকার । যথা ১) অন্যোনাভাব, ২) প্রাগভাব, ৩) ধ্বংসাভাব ও ৪) অত্যন্তাভাব।
৫। মহর্ষি কণাদের মতে দ্রব্যের লক্ষণ কি ?

উঃ ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণম্ ইতি দ্রব্য লক্ষণম্ অর্থাৎ যা ক্রিয়ার আধার, যা গুণের আধার এবং যা সমবায়ী কারণ হয় তাকে দ্রব্য বলা হয়।
৬। দ্রব্যের লঘু লক্ষণটি কি ?
উঃ দ্রব্যত্ববত্ত্বম্ দ্রব্যম্ অর্থাৎ দ্রব্যত্বই দ্রব্যের লক্ষণ।
৭। বৈশেষিক মতে দ্রব্য কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয় প্রকার। এগুলি হল পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন।
৮। বৈশেষিক মতে নিত্য দ্রব্য কোন্‌গুলি ?
উঃ পৃথিবী, জল, আগুণ ও বাতাসের পরমাণু এবং কাল, দিক, আত্মা ও মন হল নিত্য দ্রব্য।
৯। বৈশেষিক মতে অনিত্য দ্রব্যগুলির নাম লেখ।
উঃ পৃথিবী, জল, আগুন ও বাতাসের পরমাণু সংযোগের দ্বারা যে দ্রব্য সৃষ্ট হয় তা অনিত্য দ্রব্য।
১০। বৈশেষিক মতে নিষ্ক্রিয় দ্রব্যগুলি কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে নিষ্ক্রিয় দ্রব্যগুলি হল আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা।
১১। বৈশেষিক মতে সক্রিয় দ্রব্যগুলি কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে সক্রিয় দ্রব্যগুলি হল পরমাণু ও মন।
১২। অনু পরিমাণ দ্রব্যগুলি কি কি ?
উঃ অনু পরিমাণ দ্রব্যগুলি হল পরমাণু ও মন।
১৩। পরমমহৎ বা বিভু পরিমাণ দ্রব্যগুলি কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে পরমমহৎ বা বিভু পরিমাণ দ্রব্যগুলি হল আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা।
১৪। আকাশকে কিভাবে জানা যায় ?
উঃ শব্দ গুণের সমবায়ী কারণ হিসাবে আকাশকে অনুমানের সাহায্যে জানা যায়।
১৫। আকাশ, কাল, দিক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায় না কেন ?
উঃ এগুলি পরমমহৎ পরিমাণ দ্রব্য বলে। এগুলিকে অনুমানের সাহায্যে জানা যায়।
১৬। মহর্ষি কণাদ গুণের কি লক্ষণ দিয়েছেন ?
উঃ দ্রব্যাশ্রয়ী অগুণবান সংযোগবিভাগেস্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্ অর্থাৎ যা দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান্, এবং অন্য কোন ভাব পদার্থকে অপেক্ষা না করে সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় না তাকে বলা হয় গুণ।
১৭। অন্নংভট্ট প্রদত্ত গুণের লক্ষণটি কি ?
উঃ দ্রব্য কর্ম ভিন্নত্বেসতি সামান্যবান্ গুণঃ অর্থাৎ দ্রব্য ও কর্ম হতে ভিন্ন যে পদার্থটি সামান্যবান্ তাকে গুণ বলা হয়।
১৮। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রে কয়টি গুণের কথা বলেছেন কি কি ?
উঃ বৈশেষিক সূত্রে মহর্ষি কণাদ ১৭টি গুণের কথা বলেছেন। এগুলি হল - রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন।
১৯। বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ কয় প্রকার গুণ স্বীকার করেন কি কি ?
উঃ বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ মোট ২৪টি গুণ স্বীকার করেছেন। উক্ত ১৭টি ছাড়া বাকি ৭টি গুণ হল - শব্দ, স্নেহ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার।
২০। গুণ দ্রব্যে কোন্ সম্বন্ধে থাকে।
উঃ বৈশেষিকমতে গুণ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।
২১। গুণে কোন গুণ থাকে কি ?
উঃ না। বৈশেষিক মতে গুণে কোন গুণ থাকে না।

২২। রূপের লক্ষণ দাও।
উঃ চক্ষু মাত্র গ্রাহ্যো গুণো রূপম্ অর্থাৎ যে গুণটি কেবল মাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত তাকে রূপ বলে।
২৩। সংস্কার কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ সংস্কার তিন প্রকার যথা বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থপকতা
২৪। মনকে প্রত্যক্ষ করা যায় না কেন ?
উঃ মন অণু পরিমাণ ও উদ্ভূত রূপ নাই বলে মনকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।
২৫। বৈশেষিক মতে রূপ কত প্রকার ও কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে রূপ সাত প্রকার - শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিৎ, কপিশ ও চিত্ররূপ।
২৬। রস কত প্রকার ও কি কি ?
উঃ রস ছয় প্রকার যথা - মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত।
২৭। গন্ধ গুণ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ গন্ধ গুণ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দুপ্রকার।
২৮। স্পর্শ গুণের লক্ষণ দাও।
উঃ ত্বগিন্দ্রিয়মাত্র গ্রাহ্য গুণঃ স্পর্শঃ অর্থাৎ কেবলমাত্র ত্বক ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত গুণকে স্পর্শ বলে।
২৯। সংযোগ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ দুপ্রকার - এক দ্রব্য ক্রিয়া জন্য সংযোগ আর সংযোগজন্য সংযোগ।
৩০। বিভাগ কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ বিভাগ দু প্রকার - এক দ্রব্য ক্রিয়া জন্য বিভাগ এবং বিভাগজন্য বিভাগ।
৩১। ধর্ম ও অধর্ম কাকে বলে ?
উঃ বেদ বিহিত কর্মানুষ্ঠানকে ধর্ম বলে। আর বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করাকে অধর্ম বলে।
৩২। সামান্যগুণ কাকে বলে ?
উঃ যে গুণ সকল দ্রব্যে থাকে তাকে সামান্য গুণ বলে। এগুলি হল সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ।
৩৩। বিশেষ গুণ কাকে বলে ?
উঃ যে গুণগুলি সকল দ্রব্যে থাকে না, কেবল বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে থাকে, সেগুলিকে বিশেষ গুণ বলে। যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ।
৩৪। কর্মের লক্ষণ দাও।
উঃ সংযোগভিন্নত্বেসতি সংযোগাসমবায়ি কারণং কর্ম অর্থাৎ যে পদার্থটি সংযোগ ভিন্ন অথচ সংযোগের অসমবায়ী কারণ তাকে বলা হয় কর্ম।
৩৫। বৈশেষিক মতে কর্ম কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ বৈশেষিক মতে কর্ম পাঁচ প্রকার যথা -১)উৎক্ষেপণ, ২) অবক্ষেপণ, ৩) আকুঞ্চন, ৪) প্রসারণ ও ৫) গমন।
৩৬। উৎক্ষেপণ কাকে বলে ?
উঃ যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের উর্দ্ধদেশে সংযোগ ঘটে, সেই ক্রিয়াকে উৎক্ষেপণ বলে।
৩৭। অবক্ষেপণ কাকে বলে ?
উঃ যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের অধোদেশে সংযোগ ঘটে, সে ক্রিয়াকে অবক্ষেপণ বলে।
৩৮। আকুঞ্চন কাকে বলে ?
উঃ যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের আবয়বের হানি না ঘটিয়ে আপেক্ষাকৃত অল্প দেশে সংযুক্তি ঘটে, সে ক্রিয়াকে আকুঞ্চন বলে।

৩৯। প্রসারণ কাকে বলে?
উঃ যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের অবয়বের বৃদ্ধি না ঘটিয়ে অধিক দেশে সংযুক্তি ঘটে, সে ক্রিয়াকে প্রসারণ বলে।
৪০। গমন কাকে বলে ?
উঃ বস্তুর স্থান পরিবর্তন যে ক্রিয়ার দ্বারা হয়, তাকে গমন বলে।
৪১। দ্রব্য ও গুণের সাদৃশ্য কি ?
উঃ উভয়ই ভাব পদার্থ, জ্ঞেয় বিষয় ও জাতিমান পদার্থ।
৪২। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য কি ?
উঃ দ্রব্য সগুণ কিন্তু গুণ নির্গুণ। দ্রব্য সমবায়ী কারণ হয়, কিন্তু গুণ অসমবায়ী কারণ হয়।
৪৩। দ্রব্য ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কি ?
উঃ দ্রব্য গুণবান পদার্থ কিন্তু কর্ম অগুণবান পদার্থ। দ্রব্য নিত্য ও অনিত্য হতে পারে, কিন্তু কর্ম সর্বদা অনিত্য পদার্থ। দ্রব্য সমবায়ী কারণ হয়, কিন্তু কর্ম অসমবায়ী কারণ হয়।
৪৪। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে সামান্যের কি লক্ষণ দিয়েছেন ?
উঃ নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতম্ সামান্যম্ অর্থাৎ যা নিত্য, এক এবং অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে তাকে সামান্য বলে।
৪৫। বিশ্বনাথ প্রদত্ত সামান্যের লক্ষণটি কি ?
উঃ নিত্যত্বেসতি অনেক সমবেতত্বম্ সামান্যম্ অর্থাৎ যে পদার্থটি নিত্য এবং অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে তাকে সামান্য বলে।
৪৬। জাতি বা সামান্যকে এক বলা হয় কেন ?
উঃ জাতি অনুগত ধর্ম, তাই জাতি এক। ঘট এক হলেও ঘটত্ব জাতি এক।
৪৭। জাতি বা সামান্য স্বীকার করা হয় কেন ?
উঃ রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষে নানা প্রকার ভেদ থাকলেও তারা সবাই মানুষ। এই অনুগত প্রতীতির খাতিরে সামান্য বা জাতি ধর্ম স্বীকার করা হয়।
৪৮। দ্রব্য ও সামান্য বা জাতির মধ্যে পার্থক্য কি ?
উঃ দ্রব্যে গুণ, কর্ম ও জাতি থাকে। কিন্তু সামান্যে গুণ, কর্ম ও জাতি থাকে না।
৪৯। সামান্য বা জাতি ও গুণের পার্থক্য কি ?
উঃ গুণ অনিত্য ও অনেক এবং জাতিমান পদার্থ। অপরপক্ষে সামান্য নিত্য এক ও জাতিহীন পদার্থ।
৫০। সামান্য ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কি ?
উঃ কর্ম অনিত্য অনেক ও জাতিমান পদার্থ, কিন্তু সামান্য নিত্য এক ও জাতিহীন পদার্থ।
৫১। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য কি ?
উঃ ১) সামান্য অনুগত বুদ্ধির জনক, কিন্তু বিশেষ ব্যবৃত্তি বুদ্ধির জনক।
২) সামান্য এক, কিন্তু বিশেষ অনেক।
৩) সামান্য নিত্য ও অনিত্য দ্রব্যে থাকে, কিন্তু বিশেষ সর্বদাই নিত্য দ্রব্যে থাকে।
৫২। জাতি বা সামান্যকে কোন্ প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় ?
উঃ জাতি প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। যে ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেই ব্যক্তির জাতিও সে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযুক্ত সমবায় নামক লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়।
৫৩। সামান্য বা জাতি কয় প্রকার ও কি কি ?
উঃ তিন প্রকার ১) পর সামান্য, ২) অপর সামান্য ও ৩) পরাপর সামান্য।
৫৪। পর সামান্য কাকে বলে ?

উঃ সর্বপেক্ষা ব্যাপকতম জাতি অর্থাৎ যে জাতি অন্য কোন জাতির ব্যাপ্য নয়, সেই জাতিকে পর জাতি বা পর সামান্য বলে। যেমন সত্তা জাতি।

৫৫। অপর সামান্য কাকে বলে ?

উঃ সবচেয়ে কম ব্যাপক জাতি অর্থাৎ যে জাতি অন্য সকল জাতির ব্যাপ্য হয় সেই জাতিকে অপর জাতি বা সামান্য বলে। যেমন ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি।

৫৬। পরাপর সামান্য কাকে বলে ?

উঃ যে জাতি পর জাতির তুলনায় কম ব্যাপক এবং অপর জাতির তুলনায় বেশী ব্যাপক বা যে জাতি কোন জাতির ব্যাপক আবার অন্য কোন জাতির ব্যাপ্য সেই জাতিকে পরাপর সামান্য বা জাতি বলে। যেমন দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব।

৫৭। জাতিবধক কাকে বলে ?

উঃ যে ধর্মগুলিকে দেখতে জাতির ন্যায় অথচ জাতি নয় বা যে যে কারণে অনুগত ধর্মকে জাতি বলা যায় না তাদের জাতিবাধক বলা হয়।

৫৮। জাতিবাধক কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ জাতিবাধক ছয় প্রকার : ১) ব্যাক্তির অভেদ, ২) তুল্যত্ব, ৩) সংকর, ৪)অনবস্থা ৫)রূপহানি, ও ৬) অসম্বন্ধ।

৫৯। ব্যক্তির অভেদ জাতিবাধক বলতে কি বোঝায় ?

উঃ যে ধর্মের আশ্রয় ব্যক্তি এক, সেই ধর্ম জাতি না হয়ে ব্যক্তির অভেদ নামক জাতিবাধক হবে। যেমন আকাশত্ব, কালত্ব ইত্যাদি।

৬০। তুল্যত্ব জাতিবাধক কি ?

উঃ যদি দুটি অনুগত ধর্মের আশ্রয় একই অধিকরণ হয়, তবে দুটি ধর্মকে একসঙ্গে জাতি বলে স্বীকার করলে তা জাতি না হয়ে তুল্যত্ব নামক জাতিবাধক হবে। যেমন ঘটত্ব ও কলসত্ব। এদের একটি জাতি হতে কোন বাধা নাই।

৬১। সংকর নামক জাতিবাধক কি ?

উঃ যদি দুটি অনুগত ধর্ম পরস্পরের অভাবের অধিকরণে থেকেও সমানাধিকরণ হয়, তবে সেই দুটি ধর্ম জাতি না হয়ে সংকর নামক জাতিবাধক হবে। যেমন ভুতত্ব ও মূর্তত্ব।

৬২। অনবস্থা নামক জাতিবাধক কি ?

উঃ বৈশেষিক মতে জাতির জাতি স্বীকার্য নয়। স্বীকার করলে অনবস্থা নামক জাতিবাধক হবে।

৬৩। রূপহানি জাতিবাধক বলতে কি বোঝায় ?

উঃ যে অনুগত ধর্মকে জাতি বলে স্বীকার করলে তার স্বরূপের হানি ঘটে তা জাতি না হয়ে রূপহানি নামক জাতিবাধক হবে।

৬৪। অসম্বন্ধ জাতিবাধক কাকে বলে ?

উঃ যে অনুগত ধর্ম ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, সেই ধর্ম অসম্বন্ধ নামক জাতি বাধক। যেমন সমবায়ত্ব, অভাবত্ব ইত্যাদি।

৬৫। সামান্য ও জাতির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ কোন অনুগত ধর্ম সামান্য হলে জাতি নাও হতে পারে। কিন্তু জাতি হলে তা অবশ্যই সামান্য হবে। যেমন অভাবত্ব সামান্য, কেননা তা অনুগত ধর্ম, কিন্তু জাতি নয়। কেননা অভাবত্ব কোন অভাবে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

কিন্তু মনুষ্যত্ব জাতি, কারণ মনুষ্যত্ব নিত্য ও সকল মানুষে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান। সামান্যও বটে, কারণ মনুষ্যত্ব অনুগত ধর্ম।

৬৬। জাতি ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ ১) জাতি নিত্য। যেমন ঘটত্ব। কিন্তু উপাধি অনিত্য। যেমন অন্ধত্ব।

২) জাতি হল ব্যক্তির স্বাভাবিক অকৃত্রিম ও অপরিহার্য ধর্ম। যেমন টেবিলত্ব, অপরপক্ষে উপাধি ব্যক্তির আগন্তুক ও কৃত্রিম ধর্ম। যেমন বধিরত্ব।

৬৭।মহর্ষি কণাদ বিশেষের কি লক্ষণ দিয়েছেন ?

উঃ নিত্য দ্রব্য বৃত্তয়োহ্যন্তা বিশেষা পরিকীর্তিতাঃ। অর্থাৎ যে পদার্থ নিত্য দ্রব্যে বর্তমান থাকে এবং সবশেষে বিদ্যমান থেকে ব্যবৃত্তি বুদ্ধির জনক হয়, তাকে বিশেষ বলে।

৬৮। বিশেষ পদার্থকে অন্ত্য বিশেষ বলা হয় কেন ?

উঃ অন্ত্য বলতে চরম বা অন্তিম এবং বিশেষ বলতে ভেদক ধর্মকে বোঝায়। তাই অন্ত্য বিশেষ শব্দের অর্থ চরম ভেদক ধর্ম। যেখানে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব ইত্যাদি ভেদক ধর্ম কোন ভেদ নির্ণয় করতে পারে না, সেখানে এই চরম ভেদক ধর্ম কাজ করে বলে একে অন্ত্য বিশেষ বলে। যেমন দুটি সজাতীয় পরমাণুর মধ্যে ভেদ সিদ্ধির জন্য এই চরম ভেদক ধর্ম স্বীকার করতে হয়।

৬৯। বিশেষকে নিত্য বলা হয় কেন ?

উঃ বিশেষ অনিত্য হলে নিত্য দ্রব্যের ভেদক ধর্ম হতে পারে না। বিশেষের আশ্রয় নিত্য বলে বিশেষও নিত্য।

৭০। বিশেষকে স্বতোব্যবর্তক বলা হয় কেন ?

উঃ বিশেষ তার আশ্রয় নিত্য দ্রব্যগুলির মধ্যে ভেদ নির্ণয় করার সাথে সাথে অন্য বিশেষ থেকেও নিজেকে পৃথক করে, তাই বিশেষকে স্বতোব্যবর্তক বলা হয়।

৭১। সমবায়ের লক্ষণ কি ?

উঃ বিশ্বনাথ প্রদত্ত সমবায়ের লক্ষণ হল সমবায়ত্বম্ নিত্য সম্বন্ধত্বম্ অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। উদয়নাচার্য বলেন নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম অর্থাৎ যা নিত ও সম্বন্ধ স্বরূপ তাই সমবায়। প্রশস্তপাদ সমবায়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, অযুতসিদ্ধানাম-আধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয় হেতুঃ স সমবায়ঃ অর্থাৎ আধার-আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে এই আধারে এই আধেয় আছে - এরূপ জ্ঞানের কারণীভূত যে সম্বন্ধ, তাই সমবায়।

৭২। সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী যুগলগুলির নাম কি ?

উঃ ১) অবয়ব ও অবয়বী বা অংশ ও অংশী, ২) দ্রব্য ও গুণ, ৩) দ্রব্য ও কর্ম, ৪) জাতি ও ব্যক্তি এবং ৫) নিত্য দ্রব্য ও বিশেষ।

৭৩। সমবায়কে বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয় কেন ?

উঃ আধার-আধেয় সম্বন্ধকে বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয়। সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধিদ্বয় যেহেতু আধার-আধেয় রূপে থাকে, তাই সমবায় সম্বন্ধকে বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয়।

৭৪। অযুতসিদ্ধ পদার্থ কাকে বলে ?

উঃ যে দুটি পদার্থ তাদের সত্তা কালে আধার-আধেয় সম্বন্ধে আবদ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না, সে দুটি পদার্থকে বলা হয় সমবায়।

৭৫। সমবায়কে অযুতসিদ্ধ পদার্থ বলা হয় কেন ?

উঃ সমবায়ের সম্বন্ধি যুগলকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাদের সত্তাকালে আধার-আধেয় রূপে থাকে বলে সমবায়কে অযুতসিদ্ধ পদার্থ বলে।

৭৬। বৈশেষিক মতে সমবায়কে কিভাবে জানা যায় ?

উঃ বৈশেষিক মতে সমবায়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না। যেহেতু সমবায় সম্বন্ধের সকল সম্বন্ধি দ্বয়কে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ সংযোগ, স্বরূপ বা তাদাত্ম্য হতে পারে না। তাই অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় এদের সম্বন্ধ সমবায়।

৭৭। সমবায় ও সংযোগের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ ১) সমবায় নিত্য সম্বন্ধ, সংযোগ অনিত্য সম্বন্ধ।
২) সমবায় অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, কিন্তু সংযোগ যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ।
৩) সমবায় ব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ, কিন্তু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ।